দৈনিক খবর

10 DEC 1991
তারিখ 10 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

104

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্লাস অব্যাহত থাকুক

৪০ দিন অনির্ধারিত এবং দুঃখজনক বিরতির পর শনিবার ৭ই ডিসেম্বর আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস শুরু হয়েছে। এ সংবাদটিকে আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতিতে জাতীয়ভাবে শুভ এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা গণ্য করি। কেবল আন্তরিকভাবে আমরা আশা করব আমাদের মনের এই কামনা মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে না এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস আবার বন্ধ হয়ে যাবে না।

আমাদের নিজেদের এবং অপর একটি সহযোগীর রিপোর্টারবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ দিন বিরতির পরে ক্লাস শুরুর ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ক্লাস শুরুর প্রথম দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মুখর হয়ে ওঠে। কোথাও কোন প্রকার অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। প্রতিটি ক্লাসেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় ছিল। কমনরুমে, আড্ডায় ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল প্রাণোচ্ছল। ক্লাস ব্যতীত ঐ দিনের নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। কলাভবনের চারদিকে বেঞ্চে, নরম ঘাসের উপর পুলিশ বাহিনী বসেছিল। মধ্যে মাঝে তাদের সতর্ক টহলদারীর ছবিও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ বাহিনী ও ছাত্রদের সহ-অবস্থান জীবনের স্বীকৃত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ছাত্র-পুলিশ ভাই ভাই' এমন আওয়াজই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ রাখতে সাহায্য করুক, সেটাও আমাদের মনের কামনা। অতীতে আমরা দুঃখ করেছি, পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিও অবাঞ্ছিত ঘটনা রোধে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় না। সে সব অভিযোগের ভিতরে আজকের এই শুভ সূচনার মুহূর্তে আমরা যেতে চাইনে। আজ সব চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিকতা এবং সংকটের গভীরতাকে উপলব্ধি করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার সঙ্গে জাতির প্রতিটি মহল, প্রতিটি দিক সংশ্লিষ্ট। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, অভিভাবক, ছাত্র সাধারণ, ছাত্র সংগঠনসমূহ, রাজনৈতিক দল মোটকথা আমরা সকলেই এক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। আমাদের কারুর একার পক্ষে সম্ভব নয় শিক্ষার পরিস্থিতি এবং পরিবেশকে বাঞ্ছিত পর্যায়ে বহাল রাখা এবং তাকে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়া।

৪০ দিনের শিক্ষা বিরতি। এই বিরতি এবং অপর সকল বিরতি মিলিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং হয় তার কোন পূরণ ঘটে না। অর্থের ক্ষতি হলে তা পুষিয়ে নেয়া যায়। শরীরে ক্ষত হলে তাকেও সারিয়ে নেয়া চলে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষতি হলে তাকে পুষিয়ে নেয়া প্রায় অসম্ভব। এই ৪০ দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের যে ক্লাসগুলো হওয়ার কথা ছিল, অধ্যয়নের যে পর্বটি সাধিত হওয়া সম্ভব ছিল, তা কি সহজে পূরণ করা যাবে? যদি নির্দিষ্ট সময়ের অধিক শিক্ষকবৃন্দ ক্লাস গ্রহণ করেন, যদি সেরূপ অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে হয়ত এ ক্ষতির কিছুটা পূরণ ঘটতে পারে। কিন্তু যেখানে নির্ধারিত ক্লাসই অনুষ্ঠিত হয় না, সেখানে অনির্ধারিত অতিরিক্ত ক্লাসের আশা করার সাহস আমাদের কোথায়।

আমরা মনে করি ছাত্র-পুলিশ যেমন ভাই ভাই; পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী শক্তি, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিল, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলই ক্লাসের সঙ্গে সহ-অবস্থানে থাকতে পারে। শনিবার দিন যেমন ক্লাস হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলও করেছে। অবশ্য আদর্শ অবস্থা হবে সেদিন যেদিন ক্লাসের সময়ে ছাত্র সংগঠনসমূহ কোন মিছিলেরই আয়োজন বা আহবান করবেন না। কারণ যারা মিছিল করেন, তাঁরাও তো ছাত্র। তাদেরও তো নির্ধারিত ক্লাসে যোগদান করার কথা। কিন্তু এ প্রসঙ্গের ভিতরে না গিয়েও আমরা বলব, অতীতে জাতীয় রাজনীতিতে সচেতন ছাত্র-সমাজের অবশ্যই মঙ্গলকর একটা ভূমিকা ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এ ভূমিকা রাখতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনসমূহ যদি পারস্পরিক আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে আত্মহননের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তাতে কেবল যে আমাদের নাজুক শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়বে তাই নয়, তার ফলে আমাদের গোটা জাতীয় অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

আমাদের তরুণ ছাত্ররা যেমন ত্যাগ স্বীকারের, জীবনদানের মহৎ ইতিহাস তৈরী করেছে, তেমনি আমরা মনে করি পারস্পরিক সহনশীলতার মহৎ দৃষ্টান্ত ছাত্র সংগঠনগুলোই জাতির সামনে স্থাপন করতে পারে। বস্তুতঃ আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান পর্যায়ে যে সংকট সব চাইতে বড়, তা হচ্ছে সহনশীলতার সংকট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু হওয়া ক্লাস অব্যাহতভাবে চলবে, ছাত্র সংগঠনসমূহ অবাঞ্ছিত বিরতির তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করে মিটিং-মিছিলের ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সহনশীল মনোভাবের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, এই মুহূর্তে দেশবাসীর মনের এটাই হচ্ছে প্রত্যাশা।